হরিণাকুণ্ডুতে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে কৃষকদল নেতার মৃত্যু

এক বাচ্চা হওয়ার খবরে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে স্থানীয় জামায়াত-বিএনপি কর্মীদের মধ্যে বাকবিতন্ডার জেরে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের দু’পক্ষের মাঝে কথপোকথন শেষে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এসময় আবুল কাশেম নামে এক কৃষকদল নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (২৫ মার্চ) রাত সাড়ে ৭টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কাশেম হরিনাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক ও কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফ মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, ঈদুল ফেতরের কয়েকদিন আগে স্থানীয় জামায়াত নেতা মুতালেবের ভায়ের মেয়ে হওয়ায় ফেসবুক আলহামদুলিল্লাহ বলে পোষ্ট দেয় সেই পোস্টের কমেন্ট করে একজন বিএনপি নেতা। তার এই কমেন্ট করা নিয়ে ওই গ্রামের আব্দুল আজিজ ও কৃষকদল নেতা আবুল কাশেমের বাকবিতন্ডা হয়। তারা একে অপরের চাচাতো ভাই। বাকবিতন্ডার জেরে বুধবার রাতে আবুল কাশেম ও আব্দুল আজিজ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উভয়ের পরিবারের লোকজন মারামারিতে লিপ্ত হয়। এসময় হাতাহাতির এক পর্যায়ে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যান আবুল কাশেম। পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. জুবায়ের বলেন আবুল কাসেম হাসপাতালে পৌছানোর মৃত্যু বরণ করেছে। বাইরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই ইন্টারনাল হেমারেজ হতে পারে পরে তবে সেটা পোস্টমর্টেম ছাড়া জানা যাবেনা।

কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরাফুদ্দৌলা ঝন্টু জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ও মারামারি হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই তাদের মাঝে বিরোধ চলে আসছিলো।

এ দিকে এঘটনাকে রাজনৈতিক বিরোধ দাবি করে জেলা যুবদলে সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু অভিযোগ করেন, “স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের লোকজনের যৌথ হামলায় কৃষকদল নেতা নিহত হয়েছেন।

জামায়াতের লোকজন ঝিনাইদহে গুপ্ত হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে এর আগে তারা ঝিনাইদহ সদরের কৃষকদল নেতা তরু মুন্সী হত্যা করেছে। এটা তাদেও পরিকল্পিত হত্যাকান্ড।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা জামায়াতের আমির বাবুল হোসেন জামায়াতের অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, “ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে একই পরিবারের সদ্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এক পর্যায়ে নিহত আবুল কাশেম তারই চাচা নাজের মন্ডলের ছোঁড়া ইটের আঘাতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্ত এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে কোন ভাবেই জামায়াত জড়িত নয়।”

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া জানান, ফেসবুকে লেখালেখি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে মারামারি হয়েছে বলে শুনেছি। আমি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা করেছি। চাচাতো ভাইদের মাঝে মারামারি হয়েছে, এমনটা জানতে পেরেছি। তবে এ ঘটনায় এখনো কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে কৃষকদলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে ঝিনাইদহ জেলা কৃষকদলের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রবিবার সকালে শহরের চক্ষু হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ।

এসময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, জেলা কৃষকদলের আহবায়ক ওসমান আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক,শামসুর রহমান,যুগ্ম আহবায়ক, আব্দুর রশিদ মোহনসহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, “শহীদদের আদর্শকে বুকে ধারণ করে দেশের পরিবেশ রক্ষায় এবং সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কৃষকদল এ ধরনের

কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে।”

অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা শেষে চক্ষু হাসপাতাল চত্বরে বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

গণতন্ত্র পুনঃরুদ্ধারের অগ্রযাত্রায় গণ-মানুষের অবিসংবাদিত দল বিএনপি’র নির্বাচনের যৌক্তিক দাবিকে সমর্থন জানিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করেছে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদল।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার সময় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটন হোটেলে এ ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তেব্যে শফিকুল ইসলাম বলেন, বিএনপি কৃষক বান্ধব দল। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য জাতিয়তাবাদী কৃষকদল গঠন করে। জন্ম লগ্ন থেকেই জাতীয়তাবাদী কৃষক দল বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, গত ১৭ টি বছর আমরা নির্যাতিত হয়েছি। শান্তি মত পরিবার নিয়ে বাড়িতে ঘুমাতে পারি নাই স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারি নাই। রাস্তায় ঠিকমতো বের হতে পারি নাই। সব সময় ভয়ে থাকতাম কখন পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। কখন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা আমাদের তুলে নিয়ে যাবে।

৫ আগস্টের ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত ১৭ বছরের নির্যাতনকারী স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়েছে। আমরা পেয়েছি নতুন

স্বাধীনতা। আগামী নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আমাদের নেতাকর্মীদের যে সকল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মিথ্যা মামলা দিয়ে বিভিন্নভাবে হয়রানী করেছে আমরা তাদের কড়ায় গুন্ডায় হিসাব নেবো।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক কুন্নুত আলীর সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক মিরাজ উদ্দীন, যুগ্ম সম্পাদক মকবুল, সহসভাপতি লিয়াকত, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সহসভাপতি রমজান আলী, উপজেলা কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।

এ সময় কৃষকদলের মুজিবনগর উপজেলাসহ ইউনিয়ন ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে রহিত আলী মন্ডল কে সভাপতি এবং জাকির হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন জাতিয়তাবাদী কৃষকদলের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

শৈলকুপায় কৃষকদল নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষকদল নেতা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভনে এক নারীকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী আদালতে কৃষকদলের নেতাসহ চার জনকে বিবাদী করে মামলা দায়ের করেছেন। শুধু ধর্ষণ আর গর্ভপাতই নয়, প্রেম ও বিয়ের অভিনয় করে ওই নারী কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ৭ লাখ টাকা।

এদিকে শৈলকুপা থানায় নির্যাতিত ওই নারী পৃথক একটি অভিযোগও করেন। সেই অভিযোগ তদন্ত করে পুলিশ সত্যতা পান। এ খবর নিশ্চত করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সম্রাট মন্ডল।

ভুক্তভোগী নারীর মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত দুই বছর ধরে ওই নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন নাজমুল খন্দকার নামের এক যুবক। নাজমুল খন্দকার শৈলকূপা উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলামের ছেলে। ওই নারীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাজমুল খন্দকার নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নাজমুলের গোটা পরিবার জানার পরে তারা মেনে নেয়। এরপর ওই নারী নাজমুলের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এক পর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী গর্ভবর্তী হয়ে পড়লে নাজমুল ও তার পরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা কৌশলে ওই নারীকে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ এলাকার রয়েল ক্লিনিকে ভর্তি করে গর্ভপাত ঘটায়।

ভুক্তভোগীর নারীর অভিযোগ, চিকিৎসা শেষ হওয়ার আগেই নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মা তাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মায়ের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেও ওই নারী কোনো সমাধান পাননি। পরে তিনি শৈলকুপা থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে থানা মামলা গ্রহণ করেনি। নাজমুল খন্দকারের বাবা কামরুল ইসলাম রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই নারীকে নানা ভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী নারী বলেন, দুই বছর ধরে নাজমুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক। তার বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত থাকায় পরিবারের সবাই তাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু অবাধ মেলামেশার কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়লে ছেলের পরিবার তাকে মারধর করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট করে দেয়।

এ বিষয়ে কৃষকদল নেতার ছেলে নাজমুল খন্দকার বলেন, ওই নারীর অভিযোগ সত্য নয়। সে একজন প্রতারক। তার নামে থানায় কোনো মামলা হয়েছে কিনা তিনি এখনো জানেন না।

নাজমুলের পিতা শৈলকুপা কৃষক দলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগকারী মহিলা সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না। তবে সে আমার বাড়িতে আসা যাওয়া করত এটা জানি। গর্ভপাত ও হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তিনি নিউজটি এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

শৈলকূপা থানার এসআই সম্রাট মন্ডল জানান, ওই নারির অভিযোগ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক ভাবে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। তিনি জানান, এ নিয়ে যদি আদালতের কোন নির্দেশনা আসে তবে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শৈলকূপা থানার ওসি মাসুম খান গত শুক্রবার রাতে জানান, এ বিষয়ে শৈলকুপা থানায় আদালতের নির্দেশে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, মামলা নং ০৪/২৫। তিনি জানান, ভুক্তভোগী নারি সম্ভবত খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। তাকে প্রলোভনে ফেলে নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ হাতে পেয়েছি। আদালত মামলা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

মুজিবনগরে কৃষকদলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের উদ্যোগে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষে সারাদেশে তিন মাস ব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সমাবেশের অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা চত্তরে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রহিত মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি‘র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী, জেলা যুবদলের যুগ্নআহবায়ক মেহেদী হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আরমান আলী, যুগ্নআহবায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য রমজান আলী, সদস্য সচিব কুনুত আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী প্রমুখ। সমাবেশটি পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ।

কোটচাঁদপুরে কৃষকদলের সংবাদ সম্মেলন

কোটচাঁদপুর উপজেলার সদ্য গঠিত কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি বাতিল ও জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের সকল পদ থেকে অপসরনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উপজেলা কৃষকদল। আজ রবিবার বিকেলে স্থানীয় পোস্ট অফিস মোড়ের একটি কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন করেন দলটি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস,জেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান একরামুল হক,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর কামাল হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,গেল ০৬-১১-২০২৪ ইং তারিখে কোটচাঁদপুর প্রিজন ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শতশত নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বলেন, গেল ৫ই আগস্ট তারিখের পূর্বে যে সমস্ত নেতা-কর্মী হামলা মামলার শিকার হয়েছেন তাদেরকে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক কমিটিতে প্রাধান্য দেয়া হবে।

তিনি আরো বলেছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে যে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে দিবেন তিনি সেই কমিটি অনুমোদন করবেন। অথচ তিনি তা না করে গেল ২৮-১১-২০২৪ তারিখে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সুপারিশবিহীন বিহীন শুধুমাত্র আহ্বায়কের স্বাক্ষরিত উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দেন। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়।

মোহাম্মদ আলী বলেন, আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষ পদে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের নামে ২০১৪ সাল হইতে একটি মামলাও হয়নি। এ ছাড়া ওই কমিটির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলামের নামেও আওয়ামী দুঃশাসনের সময় কোন মামলা নাই বলে জানা গেছে। আর সদস্য সচিব আবুল কাসেম বাবু স্বৈরাচার সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ৮ গ্রামের ইক্ষু সমবায় সমিতির জমি নিজের নামে রেস্ট্রি করে নেন বলে জনশ্রুতি আছে।

তিনি আরো বলেন,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ আছে দলের অভ্যন্তরে কোন দুর্নীতিবাজ এবং সুবিধাবাদীদের ঠাঁই নাই।

অথচ জেলা আহবায়ক সজ্ঞানে জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থের কারণে দলের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই দুর্নীতিবাজ এবং বিশ্বাসঘাতক ওসমান আলীর জেলা কৃষক দলের আহবায়কের পদ থেকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে কোটচাঁদপুরে সদ্য গঠিত আহবায়ক কমিটি বাতিলেরও দাবি করছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাস বলেন, তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, সেটা সম্পূন্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমরা দল করতে এসেছি কারোর কাছ থেকে টাকা নেবার জন্য নয়। দলের পিছনে টাকা খরচ করতে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্যেশে বলেন,আপনারা সমাজের দর্পন। আপনারা আমার সম্পর্কে খোঁজ নেন আমি কেমন মানুষ। বিগত দিনে দলের পিছনে নিজের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছি তিনি আরো বলেন, আমি তো মূল দলের কেউ না। আমি সামান্য দলেন অঙ্গ সংগঠন করি। আমাকে মূল দলের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। এখানে আমার একার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন যোগ্য নয়।

পরে দলের নেতা-কর্মীরা কোটচাঁদপুর পোস্ট অফিস মোড় থেকে কৃষক দলের ঝিনাইদহ জেলার আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের দলীয় সকল পদ থেকে অপসারণ ও কোটচাঁদপুরের আহবায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

মুজিবনগরে কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা

মুজিবনগরে উপজেলা কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স সূর্যোদয় রেষ্ট হাউসে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সহ-সভাপতি সালাউদ্দীন আহম্মেদ,মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি রমজান আলী মেম্বার, সহ-সভাপতি সাব্দার আলী, সাধারন সম্পাদক কুন্নুত আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আশা, দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রিপন আলী, সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা ও ইউনিয়ন কৃষকদলের সকল নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

“আওয়ামীলীগ ১৫ বছরে বিএনপি নেতাকর্মীদের হত্যা, নির্যাতন মিথ্যা মামলা দিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছে”…. সাবেক এমপি আমজাদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেছেন, আওয়ামীলীগ বিগত ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন মামলা হামলা দিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা সেটা পারেনি। আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে বিরোধীদের দমন

পিড়ন চালাচ্ছে। অথচ, বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ৭১ স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এদেশে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। সকলকে রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলো। বিএনপি হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়, শান্তিতে বিশ্বাসি।

আজ বিকালে বিএনপির গাংনী উপজেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত “বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা এবং ফ্যাসিবাদ পতন ও ভোটের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কারা নির্যাতিত সহযোদ্ধাদের সম্মানে দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের গাংনী উপজেলা শাখা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আরো বলেন, এই সৈরাচারী ফ্যাসিবাদ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে বিএনপি নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে। সকল অন্যায়কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সমাজ ও দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দ্যেশে আরো বলেন, বিএনপি করবেন অথচ নৌকায় ভোট দিতে যাবেন, এটা সহ্য করা হবেনা। যারা ভোট দিতে যাবেন তাদের চিহ্নিত করে রাখা হবে।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোমিনুর রহমন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া একজন আপোষহীন নেত্রী। ওয়ান ইলেভেনের সময় খালেদা জিয়াকে বলেছিলেন আপনি যে দেশে যেতে চান যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেদিন তাদের কথা শুনে যাননি। তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই। এই দেশ আমার সব।

তিনি আরো বলেন, আজকে ছাত্রদলের ছেলেদের বিয়ে হচ্ছেনা, যুবদলের ছেলেদের চাকুরী হচ্ছে না। সামাজিক কোনো স্থানে যায়গা নেই। বাংলাদেশের পরিবর্তন অবসমভাবি। অচিরেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে। তাই সকল পরিবর্তনের আগে দলের ঐক্য গড়তে হবে। ঐক্য ছাড়া কোনো বিজয় আসবেনা।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কৃষক দলের কেন্দ্রীয়

কমিটির সহ-ত্রান ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক মো: আখতারুজ্জামান সজল, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় আনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল গাফ্ফার, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহবায়ক ইউসুব আলী, গাংনী পৌর কৃষকদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। পরে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।